গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সমন্বয় ও কাউন্সিল শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৩৮.০০১.০০৭.২০২৩-২০০ তারিখ: ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ / ১২ জুন ২০২৩

বিষয়: একাদশ জাতীয় সংসদের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৬তম বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্য প্রেরণ।

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের পত্র নং-১১.০০.০০০০.৭০৬.৭৯.০০১.২৩.৫৮, তারিখ: ০৮/০৬/২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকের (ছায়ালিপি সংযুক্ত) প্রেক্ষিতে একাদশ জাতীয় সংসদের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৬তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট ১-৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য (নিকস ফন্টে সফট কপি ও হার্ড কপিসহ) **আগামী ১৫/০৬/২০২৩ তারিখের মধ্যে** আবশ্যিকভাবে সমন্বয় ও কাউন্সিল শাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ১৬তম বৈঠকের কার্যবিবরণী

১২/৬/২০২৩

(মোহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান)
উপসচিব
ফোন: ০২-৫৫১০০৪০৮
ই-মেইল councillgd@lgd.gov.bd

১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা;
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা/চট্টগ্রাম ওয়াসা/রাজশাহী ওয়াসা/খুলনা ওয়াসা;
৩। প্রধান প্রকৌশলী (চ: দা:), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা;
৪। উপসচিব, উন্নয়ন-২/পানি সরবরাহ-১/২/৩,পরিকল্পনা-৩ শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

অনুলিপি:
১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
২। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

কমিটি শাখা-৬

নথি নং: ১১.০০.০০০০.৭০৬.৭৯.০০১.২৩.৫৮

তারিখ: ০৮.০৬.২০২৩ খ্রি:

বিষয়: একাদশ জাতীয় সংসদের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৬তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ১৫তম বৈঠকে একাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট সংসদে পেশ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। মাননীয় সভাপতির অভিপ্রায় অনুযায়ী স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে ১৬তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য প্রয়োজন।

এ বিষয়ে সংযুক্ত 'ছক' মোতাবকে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য জরুরী ভিত্তিতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট এবং ই-মেইল- fatemabp @gmail.com ও হার্ডকপি প্রেরণ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

০৮/০৬/২০২৩

(মোসাঃ ফাতেমা আক্তার)
কমিটি অফিসার
ফোনঃ ৮১৭১২০৪ (অ:)

বিতরণ: সদয় কার্যার্থে:

১। সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃষ্টি আকর্ষণ: কাউন্সিল অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)

ডায়েরি নং..... তারিখ.....
উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
(প্রশাসন-১/প্রশাসন-২/সমন্বয়ও কাউন্সিল/জেপ)
যুগ্মসচিব(প্রশাসন)

ডায়রী নং.....২৪.....
তারিখ.....১২/০৬/২০২৩.....
সমন্বয় ও কাউন্সিল শাখা

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

কমিটি শাখা-৬

বিষয় : একাদশ জাতীয় সংসদের 'স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়' সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ১৬তম বৈঠকের কার্যবিবরণী।

সভাপতি : নুরুল ইসলাম নাহিদ, ২৩৪ সিলেট-৬, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়' সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

তারিখ : ৩ মে ২০২৩ (২০ বৈশাখ, ১৪৩০)

রোজ : বুধবার

সময় : বেলা ২.৩০ ঘটিকা

স্থান : সংসদ ভবনের পশ্চিম ব্লকের দ্বিতীয় লেভেলে অবস্থিত কেবিনেট কক্ষ।

২। বৈঠকে কমিটির নিম্নবর্ণিত মাননীয় সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন :

ক্রমিক নং	মাননীয় সদস্যবৃন্দের নাম	নির্বাচনি এলাকা	পদবী
১।	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, মাননীয় মন্ত্রী	২৫৭ কুমিল্লা-৯	সদস্য
২।	জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	৮৯ যশোর-৫	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা	১৯ রংপুর-১	সদস্য
৪।	জনাব রাজী মোহাম্মদ ফখরুল	২৫২ কুমিল্লা-৪	সদস্য
৫।	জনাব মোঃ শাহে আলম	১২০ বরিশাল-২	সদস্য
৬।	জনাব মোঃ ছানোয়ার হোসেন	১৩৪ টাঙ্গাইল-৫	সদস্য
৭।	জনাব আব্দুস সালাম মূর্শেদী	১০২ খুলনা-৪	সদস্য

৩। কমিটিকে সহায়তাদানের জন্য সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, চেয়ারম্যান, মিল্ক ভিটা লিঃ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা লিঃ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৪। কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যুগ্ম-সচিব (এলএস, প্রতিকল্প-১) ও কমিটি সচিব বেগম ছুমিয়া খানম, উপপরিচালক (রিপোর্টিং) জনাব আব্দুল জব্বার, সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান জনাব এম.এম. ফজলুর রহমান, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং) বেগম ফারজানা আক্তার, কমিটি শাখা-৬ এর কমিটি অফিসার বেগম ফাতেমা আক্তার এবং সহকারী পরিচালক (গণসংযোগ-১) বেগম তানজীনা তানীন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৫। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বৈঠকের কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বিগত ১৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করে ইহাতে কোন সংশোধনী/আপত্তি থাকলে তা প্রদানের আহ্বান জানান।

৬। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নং-৮ এ 'টাঙ্গাইল সমবায় সমিতি' এর স্থলে 'টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ' লেখা এবং সরকারবাদী মামলা নম্বর-সিপিএলএ ৩৯৩৭/২০১৮ উল্লেখ রাখার প্রস্তাব করেন।

৭। অতঃপর সভাপতি সংশোধনীসমূহ গ্রহণ করে সর্বসম্মতিক্রমে বিগত ১৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণী বৈঠকে নিশ্চিত করেন।

৮.০। **আলোচ্যসূচি ২(২) : ১৫তম বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:**

৮.১। সভাপতির অনুমতিক্রমে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব বৈঠকে উপস্থাপিত কার্যপত্রের আলোকে বিগত ১৫তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন কমিটিকে পাঠ করে শোনান।

৮.২। মাননীয় সদস্য জনাব মসিউর রহমান রাঙ্গা জানান, বিগত বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে পৌর টার্মিনাল ব্যতিরেকে কোনো সড়ক বা মহাসড়কে কোনো টোল/চাঁদা উত্তোলন না করার জন্য পত্র প্রদান করা হলেও তা যথাযথভাবে পালন হচ্ছে না। এভাবে চাঁদা/টোল উঠানোর কারণে পরিবহন ব্যয় বাড়ার পাশাপাশি দ্রব্যমূল্যও বেড়ে যাচ্ছে। যত্রতত্র টোল/চাঁদা আদায় বন্ধে পুনরায় পত্র প্রদান করে বিষটির ব্যাপারে শক্ত ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানান।

৮.৩। মন্ত্রণলয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও কমিটির সদস্য জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম জানান, টার্মিনাল ব্যতিরেকে সড়ক বা মহাসড়কে কোনো টোল/চাঁদা উত্তোলন বন্ধের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এ বিজ্ঞপ্তি অমান্য করে কেউ যদি চাঁদা/টোল আদায় করে তার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে তার আলোকে অবশ্যই আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

৮.৪। সভাপতি বলেন, পরিবহনে চাঁদাবাজি হলে পরিবহন ব্যয় বেড়ে যায় এবং তার প্রভাব গরিব মানুষ তথা ক্রেতাসাধরণের ওপর পড়ে। টার্মিনাল ব্যতিরেকে কোনো সড়ক বা মহাসড়কে টোল/চাঁদা উত্তোলন বন্ধে আরো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনে পুনরায় পত্র প্রদানের পরামর্শ দেন।

৮.৫। মাননীয় সদস্য জনাব শাহে আলম জানান, সম্ভাবত ফান্ড বা অন্য কোনো সমস্যার কারণে দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন/তলা তৈরির কাজ বন্ধ আছে। তিনি এ কাজ পুনরায় চালু করে কাজের গতি কীভাবে আরো বাড়ানো যায় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

৮.৬। মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম জানান, নির্মাণ সামগ্রির দাম বাড়ার কারণে ঠিকাদারগণ কাজ বন্ধ রেখেছিল। রেইট রিসিডিউল হওয়ার পরে পুনরায় কাজ শুরু হয়েছে। তারপরও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন/তলা তৈরির কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮.৭। মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ ছানোয়ার হোসেন জানান, তাঁর নির্বাচনি এলাকায় টিআইপি প্রকল্পের মাধ্যমে ১০ কিঃ মিঃ রাস্তার কাজ শুরু করে অর্ধেক কাজ করার পর নির্মাণ সামগ্রির দাম বাড়ার অজুহাতে ঠিকাদার উক্ত রাস্তার কাজ বন্ধ রাখায় এ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটিতে জনসাধারণের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ রাস্তার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

৮.৮। স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জানান, গ্রামীণ সড়ক মেরামত/সংরক্ষণ কাজের জন্য চলতি অর্থবছরে এডিপিতে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়ায় এ টাকা দ্বারা দেশব্যাপী ৯১১৩ কিঃ মিঃ রাস্তা মেরামতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৭০% এবং আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে প্রায় ৬৫%/ কালভার্ট মেরামত কাজের অগ্রগতি ৮৪% এবং সেতু মেরামত কাজের অগ্রগতি ৫৩% । অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথমে উপজেলা এবং ইউনিয়ন সড়কের কাজ শুরু করা হয়েছে, যার কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে গ্রামীণ সড়কের কাজ শুরু করা হয়েছে, যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিবেশবান্ধব টেকনোলজি দ্বারা ২০০০ কিঃ মিঃ গ্রামীণ সড়ক মেরামত করা হচ্ছে। মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব মোঃ ছানোয়ার হোসেন-এর নির্বাচনি এলাকার উল্লিখিত রাস্তার অবশিষ্ট কাজ জিওবির মেইনটেন্যান্স দ্বারা সম্পন্নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৮.৯। সভাপতি বলেন, একটি কাজ মাঝপথে বন্ধ হলে উক্ত কাজ সম্পন্নের জন্য বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা পালন করে আবার শুরু করতে অনেক সময় লেগে যায়। সে কারণে রাস্তা মেরামত/সংস্কার করার জন্য যেসব ঠিকাদার কাজ পেয়েছেন তাদের দ্বারাই উক্ত কাজ সম্পন্ন করানোর কৌশল অবলম্বন করে কাজ সম্পন্নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ঠিকাদারদের কার্যাদেশ দেওয়ার পূর্বে উক্ত ঠিকাদারের কাজের যোগ্যতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা যথাযথভাবে যাচাইসাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদানসহ কোনো ঠিকাদার মাঝপথে কাজ বন্ধ করে দিলে তাকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনার পরামর্শ দেন।

৮.১০। মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, টিউবওয়েল প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের নিকট হতে সংগৃহীত টাকা আত্মসাত করা ঘুষের সামিল। তিনি অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে আরো অধিকতর তদন্ত সাপেক্ষে অভিযোগ প্রমাণিত হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

৯.০। আলোচ্যসূচি ২(৩ ও ৪) : **শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর বিল, ২০২৩ এবং শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর বিল, ২০২৩ এর উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ:**

৯.১। মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা বলেন, যেহেতু পূর্বে এ ধরনের একাডেমি তৈরির আইন আছে সেহেতু বিল দুইটি পরীক্ষাকরণে বেশি সময় ক্ষেপন না করে যেভাবে বিল দুইটি কমিটিতে উপস্থাপিত হয়েছে সেভাবে কমিটি থেকে অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। কাজের সুবিধার্থে তিনি দেশের এ ধরণের সকল একাডেমীর জন্য একটি সমন্বিত আইন-প্রণয়নের প্রস্তাব করেন। রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর স্থাপনা জনবলের অভাবে যথোপযুক্তভাবে দেখভাল এবং রক্ষণাবেক্ষন হচ্ছে না। দ্রুত জনবল নিয়োগ প্রদান করে একটি পূর্ণাঙ্গ একাডেমী তৈরি করে তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার অনুরোধ জানান। একমাত্র বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ব্যতীত দেশের বিদ্যমান এধরনের অন্যসব একাডেমীগুলো যেভাবে সংরক্ষণ করা উচিত, যেভাবে শিক্ষা/প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার এবং যেভাবে সরকারের আয় হওয়া উচিত ঠিক সেভাবে হচ্ছে না। তাই বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর আদলে দেশের সবগুলো একাডেমি তৈরি করে ইহা সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষন এবং আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচি চালুর উদ্যোগ গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

৯.২। সভাপতির আহ্বানক্রমে আইন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব জিএম আতিকুর রহমান জামালী জানান, বিদ্যমান অন্যান্য সমজাতীয় আইনের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত সাপেক্ষে খসড়া বিল দুইটি কমিটিতে এসেছে। আলোচ্য বিল দুইটিতে বেসিক কোনো পরিবর্তন নেই বিধায় উপস্থাপিত আকারে বিল দুইটি কমিটিতে অনুমোদনের পক্ষে তিনি তার মত ব্যক্ত করেন।

৯.৩। মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম জানান, সব সময় মন্ত্রীর পক্ষে সব জায়গায় চেয়ারম্যান হওয়া সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে একাডেমীর চেয়ারম্যান হবেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী, এভাবে লেখার প্রস্তাব করেন। তিনি পল্লী উন্নয়ন একাডেমীগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও কাজের সুবিধার্থে দেশের সকল একাডেমীর জন্য সমন্বিত একটি আইন-প্রনয়ণেরও প্রস্তাব করেন।

৯.৪। মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ শাহে আলম দেশের সকল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি সমন্বিত একটি আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হলে কাজে সুবিধা এবং সহজীকরণ হবে বলে মনে করে সমন্বিত একটি আইন তৈরির প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।

৯.৫। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান জনাব এম.এম. ফজলুর রহমান বিলের দফা ৭(ক), সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ যিনি পদাধিকারবলে বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানও হইবেন-এখানে পদাধিকারবলে কথাটি বাদ দেওয়ার পক্ষে মত দেন। তিনি জানান, কোনো আইনে পদাধিকারবলে শব্দটি রাখা হয় না। এছাড়াও কমিটির অনুমতি পেলে বিলগুলোর মধ্যে ভাষার অসামঞ্জস্যতা, ছোটখাট দু/একটি clerical mistake থাকলে তা সংশোধন করে নেওয়া যেতে পারে।

৯.৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও কমিটির সদস্য জনাব স্বপন ভট্টাচার্য একাডেমীর মহাপরিচালক নিয়োগের জন্য সরকারের একজন যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা বা সরকারের পছন্দ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাজে যোগ্য ও দক্ষ যেকোনো ব্যক্তি, এরকম শর্ত উল্লেখ রাখার প্রস্তাব করেন। দেশের সকল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি সমন্বিত একটি আইন দ্বারা পরিচালিত হলে একাডেমীসমূহ পরিচালনায় যেমন সুবিধা হবে তেমনি কাজও অনেক সহজ হবে বলে উল্লেখ করে তিনি দেশের সকল একাডেমীর জন্য একটি সমন্বিত আইন তৈরির প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন। একাডেমীর চেয়ারম্যান হবেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী, এভাবে শর্ত রাখার প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।

৯.৭। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন বিভাগের সচিব জানান, সকল পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর জন্য একটি সমন্বিত আইন হলে কাজের সুবিধা হবে। সে লক্ষ্যে সকল পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর জন্য আলাদা আলাদা আইন হবে নাকি সমন্বিত একটি আইন হবে তার মতামত প্রদানের জন্য পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং উক্ত পরামর্শক কমিটি আগামী ২ মাসের মধ্যে তাদের মতামত প্রদান করবেন।

৯.৮। সভাপতি একাডেমীর চেয়ারম্যান হবেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী, এভাবে শর্ত রাখার প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। দেশের সকল পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর জন্য একটি সমন্বিত আইন তৈরির ব্যাপারে বৈঠকে উত্থাপিত প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে একটি সমন্বিত আইন-প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। একাডেমীর মহাপরিচালক নিয়োগের জন্য সরকারের একজন যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা বা সরকারের পছন্দ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাজে যোগ্য ও দক্ষ যেকোনো ব্যক্তি, এরকম শর্ত বিলে উল্লেখ রাখার পরামর্শ দেন। বিলে ছোটখাট clerical mistake বা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো অসামঞ্জস্যতা থাকলে তা সংশোধনী সাপেক্ষে শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর বিল-২০২৩ এবং শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর বিল-২০২৩ বৈঠকে গৃহীত হয় এবং বিলটি দুইটি পাসের জন্য যথাসময়ে সংসদের উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন।

১০.০। আলোচ্যসূচি ২(৪) : মিল্ক ভিটার সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কিত আলোচনা;

১০.১। সভাপতির আহ্বানক্রমে মিল্ক ভিটা লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বৈঠকে উপস্থাপিত কার্যপত্রের আলোকে মিল্ক ভিটা গঠনের প্রেক্ষাপট, ভূমিকা, কার্যক্রম, বিভাগভিত্তিক সমিতি ও সমবায়ীর সংখ্যা ইত্যাদিসহ সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে কমিটিকে অবহিত করেন। তিনি জানান, খামারীরা তাদের দুধের মূল্য আরো বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের আরো বেশি দাম দিতে হলে ভোক্তা পর্যায়ে দুধের দাম আরো বাড়ানোর প্রয়োজন হবে। সে কারণে খামারীদের দুধের দাম কেজিপ্রতি আরো ১০ টাকা বাড়ানোর নিমিত্ত ইহার সমমূল্যের টাকা ভর্তুকি প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি যাতে দ্রুত অনুমোদন হয় সেজন্য তিনি কমিটির সুপারিশ কামনা করেন।

১০.২। মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান, মিল্ক ভিটার সবমিলে ৪ লাখ লিটার দুধ প্রসেস করার ক্যাপাসিটি রয়েছে। খামারীরা খোলা বাজারে দুধ বিক্রী করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিটার প্রতি ৭০-৯০ টাকা পেতে পারে কিন্তু মিল্ক ভিটা সেই দুধের মূল্য গড়ে কেজিপ্রতি ৫০ টাকা করে দেয়। এজন্য মিল্ক ভিটার দুধ পেতে অনেক সমস্যা হচ্ছে। আবার ৫০ টাকার বেশিমূল্যে ক্রয় করলে মিল্ক ভিটার দুধ ভোক্তা পর্যায়ে ১০০ টাকা লিটার মূল্যেও পৌঁছাতে পারবে না। সে কারণে সরকার লিটার প্রতি যদি একটা ভর্তুকি প্রদান করে তাহলে খামারীদের দুধের মূল্য বেশি দেওয়া যাবে এবং ভোক্তাদেরও ন্যায্যমূল্যে দুধ সরবরাহ করা যাবে।

১০.৩। মাননীয় সদস্য জনব মোঃ শাহে আলম ভোক্তা পর্যায়ে বাজারে মিল্ক ভিটার দুধ এবং দইয়ের দাম ইতোমধ্যেই বাড়ানো হয়েছে জানালে মিল্ক ভিটার চেয়ারম্যান জানান, দুধ উৎপাদন এবং মিল্ক ভিটার কারখানায় দুধ পৌঁছানোর জন্য খামারীদের নানা রকম সুযোগসুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে বিধায় মিল্ক ভিটার দুধের দাম বেশি পড়ে। কিন্তু বেসরকারী দুগ্ধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এসব সুযোগসুবিধা খামারীদের দেয় না। মিল্ক ভিটায় সরবরাহকৃত দুধে ফ্যাট/ল্যাকটোজ কম থাকলে তা গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু বেসরকারী কোম্পানি এই দুধ ১০-১২ টাকা কমমূল্যে ক্রয় করে এবং নিম্নমানের গুঁড়োদুধ ৫% ট্যাক্স দিয়ে বিদেশ থেকে আমদানি করে তা মিশিয়ে বাজারে তুলনামূলক কমমূল্যে বিক্রি করে থাকে। অপরদিকে মিল্ক ভিটা জেনুইন দুধ বাজারে সরবরাহ করে থাকে বিধায় এ দুধের মূল্য একটু বেশি পড়ে এবং প্রোডাক্টস-এর মূল্য বেশি পড়ে। মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ শাহে আলম বলেন, মিল্ক ভিটা যেহেতু একটি সমবায়ী সংস্থা সেহেতু সরকার এখানে কীভাবে অনুদান দিবে তা বোধগম্য নয়।

১০.৪। মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম জানান, বেসরকারি দুগ্ধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের দুধ কমমূল্যে ক্রয় করে কন্ট্রামিনেশন করে বাজারে বিক্রি করছে যা জনসাধারণকে জানানো দরকার। মিল্ক ভিটা অন্যান্য বেসরকারি দুগ্ধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কেনো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না তার কারণসহ সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে সে সম্পর্কে কমিটিতে আলোচনার জন্য উপস্থাপনের পরামর্শ দেন।

১০.৫। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য জানান, মিল্ক ভিটার প্রোডাক্টস শতভাগ পিওর। এখানে ভেজালের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু বেসরকারি দুগ্ধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান দেশি এবং বিদেশি নিম্নমানের দুধ কম দামে ক্রয় করে তুলনামূলক কমমূল্যে বিক্রি করছে, যার সুষ্ঠু মান নিয়ন্ত্রণ হওয়া দরকার। বর্তমানে বিদেশ থেকে ৫% ট্যাক্স দিয়ে তারা নিম্নমানের দুধ ক্রয় করছে। তিনি বিদেশ থেকে আমদানীকৃত দুধের উপর ১০-১৫% ভ্যাট ধার্য্য করার প্রস্তাব করেন। মিল্ক ভিটার অনেক অপচয় আছে যা কমানো গেলে দুধের দাম স্বাভাবিক রাখা সম্ভব। উদাহরণ হিসাবে তিনি জানান, রাজনৈতিক কারণে অনেক চিলিং সেন্টার করা হয়েছে, যেগুলো পরিচালনা করতে মিল্ক ভিটার খরচ বাড়ছে। এসব চিলিং সেন্টারের মধ্যে যেগুলোতে দুধ পাওয়া যাচ্ছে না সেগুলো বন্ধ করে মিল্ক ভিটার খরচ কমানোর উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। সরকার গার্মেন্টস শিল্পসহ বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে যেভাবে সাবসিডি দিচ্ছে সেভাবে মিল্ক ভিটাকে বছরে ১৪০ কোটি টাকা সাবসিডি দিলে খামারীদের কাছ থেকে পিওর দুধ ক্রয় করা যাবে।

১০.৬। মাননীয় সদস্য রাজী মোহাম্মদ ফখরুল জানান, মিল্ক ভিটা থেকে খামারীদের যেসব সুযোগসুবিধা প্রদান করা হচ্ছে তাতে প্রতি লিটার দুধে ইনডাইরেক্টলি ২০ টাকা হারে ভর্তুকি যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই খামারীদের যে পরিমাণ সুযোগসুবিধা প্রদান করা হচ্ছে সে অনুপাতে দুধ পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া দরকার। মিল্ক ভিটার অত্যাধুনিক মর্ডানাইজেশনের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ দিয়ে প্রোডাক্টস আরো বাড়ানো হলে প্রতিষ্ঠানটি আরো লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হবে। ফলে মিল্ক ভিটায় কোনো ভর্তুকির প্রয়োজন হবে না। মিল্ক ভিটার দুধের মান সঠিক রাখার জন্য মিল্ক ভিটায় একটি অত্যাধুনিক টেষ্টিং সেন্টার স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

১০.৭। সভাপতি বলেন, বৈশ্বিক বাস্তব পরিস্থিতির কারণে এ মুহূর্তে ভর্তুকি দিয়ে খামারীদের আরো সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। সরকারি ভর্তুকি ছাড়া অন্যকোন উপায়ে খামারীদের দুগ্ধ উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য সুবিধা প্রদান করা যায় তার সম্ভাব্য বিকল্প প্রস্তাব পরবর্তীতে কমিটিতে উপস্থাপনের পরমর্শ দেন।

১১। বিস্তারিত আলোচনান্তে বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ গৃহীত হয় ঃ

১। সংশোধনী সাপেক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে বিগত ১৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণী বৈঠকে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

২। টার্মিনাল ব্যতিরেকে কোনো সড়ক বা মহাসড়কে পরিবহন হতে টোল/চাঁদা উত্তোলন বন্ধে আরো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনে পুনরায় পত্র প্রদান করতে হবে;

৩। একটি কাজ মাঝপথে বন্ধ হলে উক্ত কাজ সম্পন্নের জন্য বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা পালন করে আবার শুরু করতে অনেক সময় লেগে যায়। সে কারণে রাস্তা মেরামত/সংস্কার করার জন্য যেসব ঠিকাদার কাজ পেয়েছেন তাদের দ্বারাই উক্ত কাজ সম্পন্ন করানোর কৌশল অবলম্বন করে কাজ সম্পন্নের ব্যবস্থা করতে হবে;

৪। ঠিকাদারদের কার্যাদেশ দেওয়ার পূর্বে উক্ত ঠিকাদারের কাজের যোগ্যতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা যথাযথভাবে যাচাইসাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদানসহ কোনো ঠিকাদার মাঝপথে কাজ বন্ধ করে দিলে তাকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে;

৫। 'শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর বিল, ২০২৩' এর উপর কমিটি নিম্নরূপ সংশোধনী সুপারিশ করছে, যথা:–

(১) বিলের দফা-১ এর উপদফা (১) এ উল্লিখিত "'শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর বিল, ২০২৩'" শব্দগুলি, কমাগুলি ও চিহ্নের পরিবর্তে "শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর বিল, ২০২৩" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(২) বিলের দফা-৭ এর উপদফা (১) এর-

(ক) ক্রমিক (ক) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের" শব্দগুলির পরিবর্তে "স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "পদাধিকারবলে" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) ক্রমিক (খ) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "পদাধিকারবলে" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(গ) ক্রমিক (গ) এ উল্লিখিত "অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন একজন যুগ্মসচিব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) ক্রমিক (ঘ) এ উল্লিখিত "অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন একজন যুগ্মসচিব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) ক্রমিক (ঙ) এ উল্লিখিত "অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন একজন যুগ্মসচিব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) ক্রমিক (চ) এ উল্লিখিত "অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন একজন যুগ্মসচিব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ছ) ক্রমিক (ছ) এর প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন একজন যুগ্মসচিব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(জ) ক্রমিক (জ) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "সম্পাদ" শব্দটির পরিবর্তে "সম্পদ" শব্দটি এবং অতঃপর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত কমিশনের অন্যূন একজন যুগ্মসচিব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঝ) ক্রমিক (ঝ) এর প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত কেন্দ্রের অন্যূন একজন যুগ্মসচিব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঞ) ক্রমিক (ন) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "একাডেমি" শব্দটির পরিবর্তে "একাডেমি," শব্দ ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৩) বিলের যে সকল স্থানে উপ-ধারা শব্দটি রহিয়াছে সে সকল স্থানে "উপ-ধারা" শব্দটির পরিবর্তে "উপধারা" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৪) বিলের দফা-৮ এর উপদফা (৪) এর প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "করিবেন এবং ধারা ৭ এর বিধান সাপেক্ষে, চেয়ারম্যানের" শব্দগুলি, সংখ্যা ও কমার পরিবর্তে "করিবেন, তবে তাহার" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৫) বিলের দফা-৯ এর ক্রমিক (ঙ) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "বিপরীতে" শব্দটির পরিবর্তে "প্রেক্ষিতে" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৬) বিলের দফা-১০ এর উপদফা (১) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "পোষ্ট" শব্দটির পরিবর্তে "পোস্ট" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৭) বিলের দফা-১২ এর উপদফা (১) এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইনে উল্লিখিত " যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা হইবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধরিত শর্তে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন যুগ্মসচিবগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ ও শর্তে নিযুক্ত কোনো ব্যাক্তি হইবেন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবেন।

(৮) বিলের দফা-১৩ এর উপদফা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ইহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "ইহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী," শব্দগুলি প্রতস্থাপিত হইবে।

(৯) বিলের দফা-১৭ এর উপদফা (১) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "ব্যায়ের" শব্দটির পরিবর্তে "ব্যয়ের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর বিল, ২০২৩ এর উপর নিম্নরূপ সংশোধনী সুপারিশ করছে, যথা:–

(১)। বিলের দফা-৭ এর-

(ক) উপদফা (১) এর-

(অ) ক্রমিক (ক) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের" শব্দগুলির পরিবর্তে "স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "পদাধিকারবলে" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(আ) ক্রমিক (খ) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "পদাধিকারবলে" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(ই) ক্রমিক (গ) এ উল্লিখিত "অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন একজন যুগ্মসচিব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঈ) ক্রমিক (ঘ) এ উল্লিখিত "অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন একজন যুগ্মসচিব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(উ) ক্রমিক (ঙ) এ উল্লিখিত "অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন একজন যুগ্মসচিব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঊ) ক্রমিক (চ) এ উল্লিখিত "অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন একজন যুগ্মসচিব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঋ) ক্রমিক (ছ) এর প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন একজন যুগ্মসচিব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(এ) ক্রমিক (জ) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত কমিশনের অন্যূন একজন যুগ্মসচিব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঐ) ক্রমিক (ঝ) এর প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত কেন্দ্রের অন্যূন একজন যুগ্মসচিব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপদফা (৪) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "পদত্যাগ" শব্দটির পরিবর্তে "পদ ত্যাগ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(২) বিলের যে সকল স্থানে উপ-ধারা শব্দটি রহিয়াছে সে সকল স্থানে "উপ-ধারা" শব্দটির পরিবর্তে "উপধারা" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৩) বিলের দফা-৮ এর উপদফা (৪) এর প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "করিবেন এবং ধারা ৭ এর বিধান সাপেক্ষে, চেয়ারম্যানের" শব্দগুলি, সংখ্যা ও কমার পরিবর্তে "করিবেন, তবে তাহার" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৪) বিলের দফা-৯ এর ক্রমিক (ঙ) এর প্রথম লাইনে উল্লিখিত "বিপরীতে" শব্দটির পরিবর্তে "প্রেক্ষিতে" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৫) বিলের দফা-১২ এর উপদফা (১) এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইনে উল্লিখিত " যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা হইবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধরিত শর্তে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন যুগ্মসচিবগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ ও শর্তে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি হইবেন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবেন।

(৬) বিলের দফা-১৩ এর উপদফা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ইহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "ইহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী," শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতস্থাপিত হইবে।

৭। দেশের সকল পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর জন্য একটি সমন্বিত আইন তৈরির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ;

৮। সরকারি ভর্তুকি ছাড়া অন্যকোন উপায়ে মিল্ক ভিটায় দুগ্ধ সরবরাহকারী খামারীদের দুগ্ধ উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য সুবিধা প্রদান করা যায় তার সম্ভাব্য বিকল্প প্রস্তাব পরবর্তীতে কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

১২। অতঃপর আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিকাল ৫-০০ ঘটিকায় বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৬/৫/২০২৬

(নুরুল ইসলাম নাহিদ)
সভাপতি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি